## লক্ষ্মী দবৌ ক∐ে

লক্ষ্মী দবীে ক∐ে"

চন্ময় জগত েকভািবলেক্ষ্মীদবীে আবরি্ভূত হন□

সনাতনী শাস্ত্র অনুসার, লক্ষ্মীদবী হলনে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে প্রকাশ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (নারায়ন) নতি্য পত্মী।এই লক্ষ্মী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণরে মন থকে আবর্ভিত হয় ছেলিনে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে আজ্ঞায় নারায়নরে প্রয়িতমা পত্নি রিপুবে বৈকুন্ঠ মেহালক্ষ্মীরূপ ভেগবান বিষ্ণুর প্রমেময়ী সবায়ে সর্বদা যুক্ত থাকনে।পুনরায় সে মেহালক্ষ্মী জড় জগতরে মহা মনবারম স্বর্গলাকে (ইন্দ্রলাকে)স্বর্গলক্ষ্মী, মত্যলাকেরে (পৃথবী) গৃহ গৃহ গৃহলক্ষ্মী রুপ পূজতি হন।

যখোন যেখোন নোরায়ন (বিষ্ণু)থাকনে সখোন সেখোন সের্বদা লক্ষ্মীদবী অবস্থতি থাকনে।যখোন নোরায়ন নই সেখোন কখনা লক্ষ্মীদবী থাকত পোর নো।নারায়ন ভিন্ন লক্ষ্মীদবীকে কখনা আলাদাভাব পূজা করা উচতি নয়।তাই প্রত্যকে সনাতনীর পরম কর্তব্য প্রতদিনি গৃহ শ্রীশ্রী রাধাগাবেন্দি অথবা শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়নরে যুগপৎ চত্রিপট পুষ্প,চন্দন, তুলসী,নবৈদ্য,ধূপ,দীপ ইত্যাদি সহকার পূজা করা।অথবা সদাচারী ব্রাহ্মণ দ্বারা যুগপৎ লক্ষ্মী নারায়নরে চত্রিপট ঘেট স্থাপন পূর্বক পূজা করা।তুলসী পত্র শ্রীবিষ্ণুর চরণ এবং নবৈদ্যে অথাৎ ভাগেসামগ্রীত নেবিদেন করা যাব।ে কন্তু কখনাে লক্ষ্মীদবীর চরণ প্রদান করা যাব নো।

লক্ষ্মীদবীের আবরিভাবঃ ব্রহ্মববৈর্ত পুরান শাস্ত্ররে ব্রহ্মখন্ডরে ২য় এবং ৩য় অধ্যায়রে ১-৬৩ নং শ্লাকেরে বর্ণনা অনুসার,েচনি্ময় জগতরে সর্বাচ্চ লাকে হল গালেক ধাম। তার নমি্ন বেকুন্ঠলাকে।

গোলেক, বকুন্ঠ এবং শবিলাকেক েএকত্র চেন্মিয় জগৎ বলা হয়। চন্মিয় জগতরে সর্বাচ্চ লাকে গালেক বৃন্দাবনরে রত্নসংহাসন েপ্রবিষ্ট আছনে পরমশ্বের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তনি দ্বভিুজ, মুরলীধর এবং শ্যামসুন্দর(গায়রে রং

শ্যামবর্ণ)।

তার মস্তক েউজ্জ্বল মুকুট, গলায় বনমালা,রত্ন অলংকার েশাভেতি। সেইে পরম প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে দক্ষণি অঙ্গ থকে আবরিভূত হন চতুর্ভুজ নারায়ন।

শ্রীকৃষ্ণরে বাম অঙ্গ থকে আবর্ভূত হন শবি।

এরপর নারায়ন নাভপিদ্ম থকেে আবর্ভূত হন ব্রহ্মার।

এরপর শ্রীকৃষ্ণরে বক্ষ থকে ে আবরি্ভূত হন মুর্তমািন ধর্মরে(ধর্মরে অধষ্ঠাত্রী দবেতা)।

এরপর শ্রীকৃষ্ণরে মুখ থকে আেবর্ভূত হন সরস্বতী দবীর। এরপর ব্রহ্মববৈর্ত পুরান, ব্রহ্মখন্ড ৩/৬৪-৬৮ শ্লাকেরে বর্ণনা অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণরে মন থকে আেবর্ভূত হন লক্ষ্মী দবীর।

সটোতরিুবাচ।

আবরি্ব্বভূব মনসঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। একা দবীে গীেরবর্ণা রত্নালঙ্কারভূষতাি। ৬৪

Published on: Oct, 06 2025 17:46

পীতবস্ত্রপরীধানা সস্মিতা নবযৌবনা।
সর্ব্বশৈবর্য্যাধদিবীে সা সর্ব্বসম্পৎফলপ্রদা ॥ ৬৫
স্বর্গমেু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
সা হরঃ পুরতঃ স্থতি্বা পরমাত্মানমীশ্বরম্।
তুষ্টাব প্রণতা সাধ্বী ভক্তনিস্রাত্মকন্ধরা ॥ ৬৬
মহালক্ষ্মীরুবাচ।

সত্যস্বরূপং সত্যশেং সত্যবীজং সনাতনম্।
সত্যাধারঞ্চ সত্যয়ং সত্যমূল', নমাম্যহম্ ॥ ৬৭
ইত্যুত্ত্বা শ্রীহরং নত্বা সা চোবাস সুখাসন।
তপ্তাকাঞ্চনবর্ণাভা ভাসয়ন্তী দশিস্ত্ষা ॥ ৬৮
-( ব্রহ্মববৈর্ত পুরাণঃ ব্রহ্মখন্ড ৩/৬৪-৬৮)

অনুবাদঃ সৌতে বিললনে,এরপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণরে মন থকে রেত্নালঙ্কার ভূষতা গোটারবর্ণা এক দবী আবর্ভিত হলনে। তনি সিম্মতাি এবং নব যাবৈনা। তাঁর পরধািন পীতবস্ত্র। তাঁ হত সেমুদয় সম্পত্ত লাভ করা যায়। তনিইি সকল ঐশ্বর্য্যরে অধষ্ঠাত্রী দবেতা। তনি সি্বর্গে স্বর্গ- লক্ষ্মী ও রাজ সন্নাধান রোজলক্ষ্মী নাম আভহিতি হন। সাধ্বী মহালক্ষ্মী ভক্তনিম্র মস্তক পেরমাত্মা পরমশ্বের শ্রীকৃষ্ণরে সম্মুখীন হয়ে স্তব করত লোগলনে। মহালক্ষ্মী বললনে, যনি সত্যস্বরূপ, সত্যরে ঈশ্বর, সত্যরে কারণ এবং সত্যরে আধার-সেই সত্যজ্ঞ সনাতন আপনাক নেমস্কার। সইে মহালক্ষ্মী তপ্ত- কাঞ্চনসদৃশ দহেকান্ততি দেশদক্ উদ্ভাসতি করে, শ্রীকৃষ্ণক এই প্রকার স্তব ও প্রণাম পূর্ব্বক সুখাসন উপবশেন করলনে।